বেলা শেষে হোমিওপ্যাথি

ডা. মো. আফসার আলী

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

নসোড ও উচ্চশক্তির প্রতি সতর্কতাঃ

উচ্চশক্তির ক্ষেত্রে ডা. কেন্ট বলেন, "আমি অসভ্য নিগ্রোর হাতে ধারালো ক্ষুর দিয়ে অন্ধকারে তাদের সাথে রাত কাটাতে পারি, তবুও অল্প শিক্ষিত হোমিওপ্যাথের হাতে উচ্চ শক্তির ঔষধ থাকা সহ্য করতে পারি না।

ডা. রাধারমণ বিশ্বাস বলেন, "আমিও তেমনি বেহুশিয়ার হোমিওপ্যাথের হাতে নসোড্স্ ঔষধের অপব্যবহার সহ্য করতে পারি না।

ডা. পি ব্যানার্জি বলেন- এমন অনেক ঔষধ আছে যা সহজেই মানুষের জীবনহানী ঘটায়। যেমন- এপিস-মেল ২০০ বা আরো উচ্চ শক্তি, স্পঞ্জিয়া, ভিরেট্রাম-ভিরিডি ইত্যাদি। এই ঔষধগুলো প্রয়োগের আগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

আর্সেনিক ৩ শক্তি দুর্বল হার্টের রোগীর পক্ষে বিপদজনক।
ডিজিটেলিসে দেখা গেছে প্রায়ই জীবনহানী ঘটে। অসুখে শয্যাশায়ী রোগীকে ওপিয়াম দিতে নাই।
শৃগাল, কুকুর কামড়ালে আর্নিকা প্রয়োগ রোগীর শরীরে বিষতুল্য হয়।
মাথায় আঘাত লাগলে আর্নিকা প্রয়োগ করলে মানুষ পাগল হতে পারে।

ড্রাগ রিলেশনশীপ মোতাবেক সালফারের পর সোরিণাম তবে ক্যান্সার রোগে সোরিণামের পর সালফার ভাল খাটে। যেমন স্তনের ক্যান্সার রোগে সোরিণামের পর সালফার ফলপ্রদ।
সোরিণামঃ যা হতে তৈরী হোক না কেন, আমরা এর মূল্যবান শক্তির জন্য কৃতজ্ঞ থাকবো এবং ঐ কৃতজ্ঞতা বোধের জন্য উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি না। ডা. জে বি বেল, ডা. এলেন।

মেটিরিয়া মেডিকা

একোনাইট (Aconite)- এর মাদার টিংচার অধিক পরিমাণে ঘন-ঘন খাওয়া নিষেধ। কেননা উহাতে জল পিপাসার আকাংখা বৃদ্ধি করে, এমনকি জল খেতে-খেতে পেট জয়ঢাকের মতো ফুলে উঠে বা মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

যে স্থলে দেহাভ্যান্তরে যন্ত্রের, রক্তের কিংবা শরীরস্থ টিস্যুর কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না। সেই প্রকার স্থলে একোনাইট-ন্যাপ কাজ করতে সমর্থ হয়।

আর্নিকা (Arnica)- যে কোন ধরণের থেৎলে যাওয়া আঘাতের ব্যথার জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু উহার মাদার টিংচার লাগিয়ে মালিশ করা নির্বুদ্ধিতা।

এর রোগ উৎপাদন তত্ত্বে দেখা যায় যে, মাদার টিংচার বাহ্যিক প্রয়োগে হাত-পায়ে বিচিত্র দাগের ন্যায় বা ফুটির (বাংগী) মত ফেটে চির-চির দাগ হয়।

অধিক মাত্রায় আর্নিকা প্রয়োগ করলে রোগীর গায়ে চিত্র-বিচিত্র দাগ বা নীলাভ দাগসমূহ প্রকাশ পাবে এবং কালশিরা দাগ পড়ে পীতাভ হয়ে যাবে। অতঃপর বড়-বড় শিরাগুলির অযথা রক্তস্রাব ঘটতে থাকবে। ডা. কেন্ট, মেটিরিয়া মেডিকা।

নাক্স-ভোম (Nux-Vom)- এর মাদার ঘন-ঘন অধিক পরিমাণে সেবন করলে মেরুদণ্ড ধনুকের মত বেঁকে যায় এবং ধ্বনুষ্টংকার রোগের লক্ষণ সমূহ দেখা দেয়। ডা. এন. সি. ঘোষ, মেঃ মেঃ।

স্ট্রিকনিয়া- অতি অল্প মাত্রা বিষক্রিয়া উৎপাদন করে, এমনকি অর্ধগ্রেন সেবনেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল।
সিপিয়ায় নারী- পুরুষের প্রতি ও পুরুষ- নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা।

ইপিকাক (Ipecac)- এর লক্ষণ দ্রুত উপস্থিত হয় এবং তরুণ রোগের ন্যায় উপস্থিত হয় কিন্তু এন্টিম-টার্টের রোগগুলি ধীরে-ধীরে উপস্থিত হয়।
যে সকল রোগ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উপস্থিত হয় সে ক্ষেত্রে এন্টিম-টার্ট ঔষধটি উপযোগী নয়। ডা. কেন্ট, মেটিরিয়া মেডিকা।

টিউবারকুলিনাম (Tuberculinum)- টিউবারকুলিনাম সাইকোটিক এবং সিফিলিটিক সমাধান হিসাবে গণ্য হতে পারে। আর রাস-টক্স ও থুজা ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে টিউবারকুলিনাম চিন্তা করা উচিত।

নারী মানসিক ভাবে উত্তেজিত হলেও শারীরিকভাবে পূর্ণ উত্তেজিত না হলে তার পক্ষে যৌন তৃপ্তি লাভ একেবারেই অসম্ভব। কাজেই যৌন তৃপ্তি লাভের প্রথম শর্ত হলো নারীকে পূর্ণ উত্তেজিত করা। পুরুষ যদি নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হয় তবে নারীর পক্ষে যৌন মিলনে তৃপ্তি লাভ সম্ভব হয় না। ডা. বার্নেট, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ।

ব্যারাইটা-কার্বের পুরুষ জননেন্দ্রীয় সম্বন্ধে কতকগুলি অদ্ভুত লক্ষণ আছে-অনেক সময় সমূদয় সঙ্গম প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা হরণ করে। জননেন্দ্রীয় বা লিঙ্গ শিথিল, ধ্বংস, সঙ্গম প্রবৃত্তির হ্রাস করে। প্রষ্টেট গ্রন্থিদ্বয়ের অতিবৃদ্ধি, অণ্ডদ্বয়ের শুষ্কতা দেখা দিতে পারে। ডা. কেন্ট, মেটিরিয়া মেডিকা।

রোগীরা যখন ধাতুগত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা হতে থাকে তখন যে প্রকার খাদ্য তাদের ধাতুদোষ সংশোধক ঔষধের বিসদৃশ বলে জানা আছে সে সমন্ধে রোগীকে জানিয়ে দেয়া উচিত।

কারণ একজন ডাক্তারের রোগীর প্রতি অবহেলা করা মারাত্মক অপরাধ। সময়ে ১ ফোঁটা অনেক কাজ দেয় কিন্তু অসময়ে সমুদ্রের সমস্ত জল দিয়েও জীবন রক্ষা করা যায় না। ডা. কেন্ট, মেটিরিয়া মেঃ।

বেলিস-পেরিনিস- বিছানায় যাওয়ার সময় এটি প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ তাতে প্রায়ই নিদ্রাহীনতা ঘটে, রাত ৩টায় জেগে উঠে এবং খুব সকালে উঠে পড়ে এবং পুনরায় আর ঘুমাতে পারে না। ডা. জন হেনরী ক্লার্ক।

বাত রোগে ও পূর্বে বিকশিত যক্ষা রোগে কেলি-কার্ব সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করতে হয়। নতুবা রোগী আরোগ্যের পরিবর্তে মৃত্যুর দিকে পরিচালিত হয়। সাইলিসিয়া, সালফার, ফসফরাস। হিপার- উক্ত রোগে সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করা কর্তব্য।

ডা. ফ্যারিংটন একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, তিনি বলেন- জ্বর থাকলে হামে পালসেটিলা ব্যবহার করা যাবে না। পালসেটিলার সমস্ত লক্ষণ যদি না থাকে তাহলে সরল কাশিতে পালসেটিলা ব্যবহার করা ঠিক নয় কারণ এতে প্রায় আরোগ্য না হয়ে কাশি শুষ্ক করে দেয়।

ডা. কেন্ট হামের পর পুরাতন সরল কাশিতে পালসেটিলা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ডা. বি কে বসু, মানসিক লক্ষণের মেটিরিয়া মেডিকা।

স্ত্রীলোকদের ঋতুকালীন ৪ দিন (৯৬ ঘন্টা) পর্যন্ত এন্টি-সোরিক ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। ডা. বি কে বসু, মানসিক লক্ষণের মেঃ মেঃ।

বেশী তামাক সেবনকারীকে সংযত মাত্রায় তা সেবন করতে হবে। যে ক্ষেত্রে তামাক সেবন না করলে কোষ্ঠ পরিস্কার হয় না, সে ক্ষেত্রে তামাক সেবন করতে হবে।
তবে এন্টি-সোরিক ঔষধ দ্বারা উক্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করা যায়। ডা. বি কে বসু, মেটিরিয়া মেঃ।

অম্লতে- পালসেটিলা ব্যর্থ হলে কার্বো-ভেজ ফল দেয়। ডা. ন্যাস।
পায়খানার রাস্তায়- জ্বালাসহ চুলকায়- অ্যালো।

ডা. হ্যানিম্যান কফিপান একেবারে বন্ধ করতে উপদেশ দিয়েছেন, কারণ ইহা অতিশয় অনিষ্টকর। যাদের বয়স ২০ হতে ৩০ বৎসরের মধ্যে তাদের পক্ষে হঠাৎ কফি পান ত্যাগ করা ক্ষতিকর হবেনা। তবে অন্যদের পক্ষে ক্রমে-ক্রমে পরিত্যাগ করতে হবে। ডা. বি কে বসু, মানসিক মেটিরিয়া মেডিকা।

ডা. হ্যানিম্যান বলেন সব ধরণের মদপান বন্ধ করতে হবে। হঠাৎ বন্ধ করায় অশুবিধা হলে ক্রমে-ক্রমে মদের সাথে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে মিশিয়ে খেতে-খেতে বন্ধ করলে অশুবিধা হবেনা।

চা- হালকাভাবে প্রস্তুত করে দিনে ১/২ বার পান করলে ক্ষতি হবেনা। বেশী চা-পান স্নায়ু মণ্ডলীকে মৃদু উত্তেজিত ও দুর্বল করে। ডা. হ্যানিম্যান অধিক চা-পান ক্রমে-ক্রমে বন্ধ করতে বলেন। চায়ে থাকে - ভিটামিন A, ভিটামিন B-1, ভিটামিন B-2, ভিটামিন C ও প্রোটিন।

চা- দেহ-মনকে চাঙ্গা করে। শ্বাসকষ্ট কমায়। পাকস্থলীর ক্যান্সার নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে। ষ্ট্রোক, ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। চা জ্বর, কিডনী, টিউমার উত্যাদি সারাতে সাহায্য করে। শরীর চাঙ্গা করতে বা ক্লান্তি দুর করতে চায়ের জুড়ি নাই। লিকার চা ও লেবু চা কিছুটা ক্ষতিকর তবে দুধ চা উপকারী। চা থেকে থিয়া নামক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তৈরী হয়েছে।

ক্ষীর-মাছ বিরুদ্ধ সম্পর্ক দ্রব্য একত্রে খাওয়া, অজীর্ণ সত্ত্বেও খাওয়া এবং শাক দ্রব্য খাওয়ায় রক্ত ক্রিমি উৎপন্ন হয়। এরা কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন করে। কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত, আয়ুর্বেদ শিক্ষা।

অধিক পরিশ্রমের পর দুর্বলতা- অধিক পরিশ্রমের পর দুর্বলতা বোধ করলে এসিড-ল্যাকটিক ৩০ শক্তি সেবনে ক্লান্তি দূর হয়। এটি ব্যর্থ হলে ব্রাইওনিয়া, ওপিয়াম বা কফিয়া প্রয়োগ করতে পারেন।

ইকুইজেটাম-হাই- অসাড়ে মূত্রত্যাগ এবং মূত্রকৃচ্ছে রোগী পাঁচ মিনিটও মূত্র ধরে রাখতে পারে না। একজন স্ত্রী-রোগী- স্বামী-স্ত্রীর মিলন বা সহবাসের সময় বীর্যপাতের মূহুর্তে প্রতিদিন প্রস্রাব করে দিতো। নির্বাচিত ঔষধ ব্যর্থ হলে ইকুইজেটাম-হাইমেল প্রয়োগ করায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

স্নায়বিক স্ত্রীলোকেরা তাদের বিয়ের পর ঘন-ঘন যন্ত্রণাদায়ক মূত্রবেগে আক্রান্ত হয়, এটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে উঠে এবং অনেকদিন স্থায়ী হয়। এ ক্ষেত্রে স্টাফিসেগ্রিয়া কার্যকর।

আমবাত- ক্লোরাম উচ্চশক্তি, যেথায় পীড়ার কোন কারণ পাওয়া যায় না সেখানে উপকারী। দিন অপেক্ষা রাতে রোগের বৃদ্ধি বেশি।

আমবাত ও অন্যান্য উদ্ভেদ- যদি আপাতত ভাবে আমবাত বা অন্যান্য প্রাদুর্ভাবমূলক উদ্ভেদে রাস-টক্স বিফল হয় তবে বোভিষ্টা দেয়া দরকার।

চর্মের উপর খস-খসে ঢেলার মতো উদ্ভেদ- এ রূপ উদ্ভেদ কয়েক ঘন্টার মধ্যে চলে যায়, কিন্তু কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ বা ১ মাস পরেই আবার ফিরে আসে।

যারা এরূপ আমবাত রোগে ভুগে, তাদের খুব উচ্চ শক্তির ১ মাত্রা কেলি-আয়োড প্রয়োগ করলে অবস্থা সুশৃংখল করে দিবে এবং ঐ রোগ পুনরায় দেখা দিবে না। ডা. কেন্ট, মেটিরিয়া মেডিকা।

আত্মার ক্ষতিকারক- পালসেটিলা এর পুরুষ রোগী স্ত্রী-লোককে আত্মার ক্ষতিকারক মনে করে। সে স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা খুব পাপ কাজ মনে করে এবং সব সময় তা হতে দূরে থাকে।

র‍্যাফেনাস এর স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের প্রতি এবং পুরুষলোক, পুরুষলোকের প্রতি বিতৃষ্ণা।
আমাশয়ঃ দিনে গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যদি মিউকাসসহ মল নির্গত হয় তবে সালফার প্রয়োগ করতে হয়।
কলোসিন্থ ব্যর্থ হলে কষ্টিকাম প্রয়োগ করতে হয়।

এমিটিন ২X, ৩X একটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক ঔষধ কিন্তু ইহা এমিবিক ডিসেন্ট্রিতে ঐ জীবাণু ধ্বংস করে, কিন্তু ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রির পক্ষে তেমন উপযোগী নয়। ডা. বোরিক।

ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রির জীবাণু সীমা, শিগা, ফ্লেকনোসা কে ধ্বংস করতে সিপিয়া ২০০ শক্তি একমাত্র কার্যকরী ঔষধ। সপ্তাহে ২ বার করে ৩ মাস খেতে হবে।

রক্ত আমাশয়ে মার্ক-কর বিফল হলে একোনাইট ১X শক্তি প্রয়োগে সুফল আসে।

আরক্ত জ্বরঃ বেলেডোনা ব্যর্থ হলে স্যাঙ্গুনেরিয়া প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। ডাঃ এলেন।

আঁচিলঃ আমি দেখেছি বেশীরভাগ নেট্রাম-সালফ এবং থুজা দিয়ে নির্মূল হয়েছে। কোন ক্ষেত্রে এ দুটির ক্রিয়া বিফল হলে ক্যাষ্টোরিয়াম ৩০ শক্তি ফল দেয়। ডা. এফ. ডব্লিউ পাওয়েল।

ইচ্ছা বসন্তঃ বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভেরিওলিনাম ঔষধটি সেবন করলে মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাযথেষ্ট বেড়ে উঠে এবং সেজন্য বসন্ত হতে পারেনা। সুতরাং টিকার পরিবর্তে আমরা অনায়াসে ভ্যাকসিনিনাম বা ভেরিওলিনাম ৩X

বা ৬X শক্তিতে ব্যবহার করে টিকার সমান ফল পেতে পারি। ডা. ডিউই, ডা. বিশপ্, ডা. জুফি ও ডা. বার্ণেট।

ডা. হার্টম্যান সালফার ৩০ ও ২০০ শক্তির ঔষধটিকে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বলেছেন, ইহা কেবল পুজোৎপত্তি কালে নয় রোগ যখন চাপা পড়ে মাথার সমস্যা সৃষ্টি করে তখনও উপযোগী।

বসন্তের উদ্ভেদ প্রকাশ না পেয়ে বিকার দেখা দিলে সালফারই আমাদের সর্বপ্রধান অবলম্বন।

ঋতু বন্ধঃ ঋতু বন্ধে নাক্স-ভোমিকা ব্যর্থ হলে কেলি-কার্ব বা থুজা প্রয়োগ করতে হবে। ডা. এলেন। স্ত্রী লোকের ঋতু একবৎসর যাবৎ বন্ধ থাকলে থায়রয়েডিনাম ৩X বা ৬X, ৬ প্রয়োগ করলে এক সপ্তাহের ভিতর পুনরায় ঋতুর আর্বিভাব সম্ভব হয়ে থাকে।

এ্যাজমা বা হাঁপানিঃ সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান শিশুদের পালসেটিলা প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু পালসেটিলা ব্যর্থ হলে ব্রোমিয়াম প্রদেয়।

এ্যাজমায় শীতল ঘর্মাক্তিঃ প্রতি ঠাণ্ডায় এ্যাজমা নিরসনে যে ডালকামারা গ্রহণ করে কিন্তু ভালো ফল দেয় না তার জন্য অনুপূরক হিসাবে সালফার আসে। ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্বের অনুপূরক গুণ আছে এ্যাজমা ঘর্মাক্তিতে।

ঔষধের অতিরিক্ত ব্যবহারঃ যখন অতিসংবেদনশীল অবস্থায় অতিমাত্রায় ঔষধ ব্যবহারের পরও ফল আসেনা তখন টিউক্রিয়াম-মারুম দিতে পারেন।

ক্যান্সারঃ ক্যান্সার রোগের রোগীর ১৬ মাসের মধ্যেই মৃত্যু হয়। কিন্তু ক্যালকেরিয়া প্রযোজ্য হলে এবং এর প্রয়োগ হলে রোগী ৫ বছর বাঁচে। ডা. কেন্ট, মেটিরিয়া মেডিকা।